২৮

ভোরের কাগজ

তারিখ ... AUG 17 1999 ...
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৮

প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্য

গণবিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১১ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত সংবাদে কিছু ভুল তথ্য ছিল উল্লেখ করে তাদের একটি বক্তব্য পাঠিয়েছে।

বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়, মে মাসে কয়েকজন ছাত্র লাইব্রেরির মূল্যবান বইগুলোতে রং ছিটানোর কারণে বর্তমানে পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও আবাসিক ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী এখন থেকে লাইব্রেরি সন্ধ্যা ৭টা এবং কেন্টিন রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখা হবে। আবাসিক ছাত্রীদের রাত ৯টার মধ্যে ডরমিটরিতে ফিরে যেতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদের আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চ্যান্সেলরের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রস্তাবিত উপাচার্য সত্বর দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কর্তৃপক্ষের বক্তব্যে আরো বলা হয়েছে, যেহেতু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষক ও অফিস কর্মকর্তা নিয়োগ বা বরখাস্তে ছাত্রদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয় না অনুরূপ গণবিশ্ববিদ্যালয়েও তা করা হবে না। তবে কোনো কর্মকর্তা বা শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ যথাযথ সাক্ষী প্রমাণসহ লিখিতভাবে পেশ করলে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত ও পরিমার্জিত পাঠ্যক্রম ২ মাসের মধ্যে ছাপানো অক্ষরে ছাত্রদের কাছে সরবরাহ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

এ ছাড়া গণবিশ্ববিদ্যালয় অনাবাসিক হওয়ার কারণে নিজস্ব কোনো হোস্টেল তৈরির পরিকল্পনাও কর্তৃপক্ষের নেই। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিয়ম মেনে থাকতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা ১ বছর গণস্বাস্থ্য ডরমিটরিতে থাকতে পারবে। বিজ্ঞপ্তি।